# দি এনার্কি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিংসতা ও সাম্রাজ্য লুণ্ঠনের কাহিনি

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

# উ ৎ স র্গ

আকরাম হোসাইন
প্রফেসর, সিভিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

# অনুবাদকের কথা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্ম থেকে শুরু করে বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশকে তাদের করায়ত্তে আনার কাহিনিসমৃদ্ধ গ্রন্থ উইলিয়াম ড্যালরিম্পেলের 'দি এনার্কি : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, কর্পোরেট ভায়োলেন্স, এন্ড দি পিলেজ অফ অ্যান এম্পায়ার।' যে ভারত একসময় বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি ছিল, সেই ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে বেসরকারি মালিকানাধীন একটি কর্পোরেশন কীভাবে অর্ধ শতাব্দীর কম সময়ে দেশটিকে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে জনগণকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তা উঠে এসেছে এই গ্রন্থে। ড্যালরিম্পেল তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বৃহদংশ দখল করতে শুরু করেনি। দখল আরম্ভ করেছিল বিপজ্জনকভাবে নিয়ন্ত্রণহীন একটি বেসরকারি কোম্পানি, —উপনিবেশবাদে ভারতের রূপান্তর ঘটেছে মুনাফা অর্জনকারী একটি কর্পোরেশনের অধীনে। যে কর্পোরেশনের অস্তিত্ব এবং কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিনিয়োগকারীদের ধনবানে পরিণত করা।

'এনার্কি'র সূচনা ১৫৯৯ সালে, যখন লন্ডনের একদল বিনিয়োগকারী প্রাচ্যে বাণিজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে, যারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে তারা উপমহাদেশের সমৃদ্ধ রাজ্যগুলো দখল করে নেয় এবং মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকায় কার্যকরভাবে প্রশাসন ও রাজস্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার অকল্পনীয় ঘটনাই ঘটেছিল। এর আগে আমি ড্যালরিম্পেলের 'দি লাস্ট মোগল', 'দি হোয়াইট মোগলস' ও 'সিটি অফ জ্বিনস' অনুবাদ করেছি এবং তাঁর লেখা অধিকাংশ বই মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছি। তাঁর অন্য বইগুলোর চেয়ে 'দি এনার্কি'র ক্ষেত্র বিশাল, যার মধ্যে ব্রিটিশ, মোগল, মারাঠা, আফগান, রাজা, সুলতান ও নবাবদের কমবেশি নিবিড়ভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে ভারতে কোম্পানির শাসনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। বইটির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ড্যালরিম্পেল ক্লাইভের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। কারণ ক্লাইভ ভারতীয়দের যে শুধু ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন তা নয়; বরং তাদেরকে 'নির্লিপ্ত, বিলাসী, অজ্ঞ ও ভীরু' বলে বর্ণনা করতেন। ক্লাইভ ছিলেন উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালোভী এবং অর্থলোলুপ। পলাশী যুদ্ধের পর তিনি বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আহরণ করেছিলেন, যা তাঁকে ইউরোপের অন্যতম ধনবান ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। চক্রান্তের যে বীজ ক্লাইভ বপন করেছিলেন তা মহীরুহ হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্যকে বিনষ্ট করে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। এরপর একটির পর একটি ঘটনা ঘটতে থাকে। পলাশীর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বক্সার, পাটনা ও শ্রীরঙ্গপতনমের যুদ্ধে জড়িত হয় যথাক্রমে বাংলার নবাব মীর কাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা ও টিপু সুলতানের সঙ্গে। সমসাময়িক ভারতীয় ইতিহাসবিদ, যারা খুব কাছে থেকে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ড্যালরিম্পেল প্রতিটি ঘটনাকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

লন্ডনের সাধারণ একটি অফিস থেকে পরিচালিত মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের ছোট একটি গ্রুপ দ্বারা পরিচালিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র ছেচল্লিশ বছরে কীভাবে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল? কেউ যদি সহজ ধারণা পোষণ করে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সূক্ষ্ম কূটনৈতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আন্তঃসংঘাতে বিজয়ীর পক্ষ নিয়ে সামগ্রিক সাফল্য অর্জন করেছিল, তাহলে সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একথা সত্য যে, ভারতীয় শাসকদের মধ্যে পরস্পরকে হত্যা করে রাজ্য দখল করার অভ্যাস ও প্রবণতা অতি প্রাচীন; ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেটিকেই সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং বিশেষ করে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে মারাঠাদের একাংশ ও হায়দরাবাদের নিজামের বাহিনীকে ব্যবহার, বারবার ব্রিটিশবিরোধী মারাঠা মৈত্রীসহ অন্যান্য দেশীয় ঐক্য ভেঙে পড়া ও কোম্পানির হয়ে দেশীয় শাসকদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের মতো বিষয়গুলো প্রায় অনায়াসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত বিজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। কোম্পানির গভর্নররা বিজয়ের পরিকল্পনা করেছে এবং মারাঠা, আফগান, পারসিক, মোগল বংশের সকল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং দেশীয় রাজা ও নবাব-অভিজাত সকলকে একে একে ক্ষমতার গগন থেকে ছুড়ে ফেলে, প্রয়োজনে হত্যা করে নিজেদের চলার

পথকে কণ্টকমুক্ত করেছে। যেখানে যেভাবে সম্ভব কোম্পানির কর্মচারীরা সমগ্র ভারতে অবলীলায় লুণ্ঠন করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, দেশীয় শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা নিয়ে শাসক পরিবারের উত্তরাধিকারের সংঘাত এবং বহিঃশক্তিকে নিজেদের দ্বন্দ্বে শরিক করার অনিবার্যতার ফসল ছিল ভারতকে ব্রিটিশ রাজের পদানত করা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮০৩ সালে যখন দিল্লি দখল করে তখন কোম্পানির সৈন্য সংখ্যা ছিল দুই লাখ, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যার দ্বিগুণ। এত বিশাল একটি সেনাবাহিনী যে হুট করে কারও একক খেয়াল-খুশিতে গড়ে উঠেছিল তা নয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জ্ঞাতসারে ও সমর্থনেই এ বিশাল বাহিনীকে গড়ে তোলা হয়েছিল। এ বিষয়গুলোই বিশিষ্ট ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল তাঁর 'দি এনার্কি : দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, কর্পোরেট ভায়োলেন্স, এন্ড দি পিলেজ অফ অ্যান এম্পায়ার' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে ড্যালরিম্পেলের মূল বিষয় হচ্ছে, ১৭৫৬ সাল থেকে ১৮০৩ সালের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক কোম্পানি কীভাবে মোগল সাম্রাজ্যকে দুর্বল ও খণ্ড বিখণ্ড করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে, যাকে তিনি 'বিশ্ব ইতিহাসে কর্পোরেট সহিংসতার চূড়ান্ত সর্বনাশা অপকর্ম' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লেখক তাঁর অনবদ্য বর্ণনাকে প্রামাণ্য, গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য কোম্পানির রেকর্ড, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ডায়েরি, ফারসি ভাষায় লিখিত দলিল-দস্তাবেজ ও ওই সময়ের স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের রেখে যাওয়া স্মৃতিকথা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করে সমসাময়িক একটি আবহ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে পাঠক ইতিহাস পাঠের পাশাপাশি নিজেকে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে উপস্থিত দেখতে পান। ইতিহাসের মূল চরিত্রগুলোকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন তিনি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। তাঁর বর্ণনায় কোম্পানির অন্যতম প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেল রিচার্ড ওয়েলেসলির চোখে পেঁচার উজ্জ্বলতা, বাংলার ছোটখাটো আকৃতির নবাব মীর কাশিম, মোগলদের প্রতি চরম বিদ্বেষপরায়ণ ও সহিংস চরিত্রের রবার্ট ক্লাইভ পাঠকের কাছেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। আরও ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সংবেদনশীল, সংযমী ওয়ারেন হেস্টিংসকে, যিনি স্থানীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং বাঙালি সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এডমন্ড বার্ক ভুলভাবে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনেন ও বক্তৃতায় অনল বর্ষণ করে তাঁকে নাস্তানাবুদ করেন, যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।

ড্যালরিম্পেল ইতিহাসকে শুধু সন-তারিখ, রাজা-উজির, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য দখলের কাহিনির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁর বর্ণনায় আবেগ-অনুভূতিকে স্থান দিয়েছেন, যা তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থেও একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। মোগল শাসকদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি রয়েছে, যারা তাদের সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া প্রতিহত করতে অসহায় হয়ে অন্যান্য শক্তির কৃপার অধীনস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি উচ্চ সংস্কৃতিবান সম্রাট শাহ আলমের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন, যাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁর দুই চোখ উৎপাটন করেছিল তাঁরই এক সময়ের আশ্রিত ও প্রিয়ভাজন তরুণ আফগানপ্রধান গোলাম কাদির—তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিক্ষেপ করেছিল কারাগারে ও মোগল নারীদের অসম্মান করেছিল। তিনি সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রার্থনা ও কাব্যচর্চায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৮০৩ সালে দিল্লি দখলের যুদ্ধসহ ছেচল্লিশ বছরে ভারতের সকল অংশে সংঘটিত অসংখ্য প্রাণঘাতী যুদ্ধের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এ গ্রন্থে, যেসব যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, বহু নগরী ধ্বংস হয়েছে, ব্যাপক লুটতরাজ হয়েছে, হাজার হাজার জনপদ উজাড় হয়েছে, শাসকের পরিবর্তন ঘটেছে এবং লাভবান হয়েছে একটি মাত্র শক্তি—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা ধ্বংসস্তূপ ও মৃতের ওপর দিয়ে সমগ্র ভারতে যে শুধু তাদের শাসন কায়েম করেছিল তাই নয়, যুদ্ধে বন্দি হওয়া অসংখ্য সৈন্য ও তাদের শাসকদের সমর্থকদের যুদ্ধবন্দির মর্যাদা না দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, যা তারা ইউরোপে করতে অভ্যস্ত ছিল।

উইলিয়াম ড্যালরিম্পেলের চমৎকার উপস্থাপনা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গির কারণে ইতিহাসের মতো বিষয়ও পাঠককে থ্রিলার পাঠের উত্তেজনায় উপসংহার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। যারা উপনিবেশবাদ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তারা ক্লান্তি ও বিরক্তি অনুভব না করেই 'দি এনার্কি' পাঠ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। কারণ তাঁর আকর্ষণীয় বর্ণনা পাঠককে ঘটনার মাঝে টেনে নিয়ে যায়। 'এনার্কি' শুধু একটি কর্পোরেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাহিনির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটেছিল ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং ইউরোপ ও আমেরিকার ঘটনাগুলো উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল, সে সম্পর্কেও জানা যাবে। এর সঙ্গে তিনি আজকের বিশ্বের কর্পোরেট বিকাশের তুলনা করেছেন, যেখানে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলোর যোগসাজশে একটি দেশের সর্বনাশ ঘটাতে পারে।

ড্যালরিম্পেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'মুনাফা

আহরণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও এখনকার কর্পোরেশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এখনকার বিশাল কর্পোরেট সংস্থাগুলোর হয়তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই, কিন্তু তারা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তারা এত বড় যে তাদের ব্যর্থ হওয়ার উপায় নেই। তারা নিজেদের স্বার্থে সরকারকে ব্যবহার করে এবং লোকসানের মুখে পড়লে দায় চাপিয়ে দেয় সরকারের ওপর।' ড্যালরিম্পেলের যুক্তি অনুযায়ী কর্পোরেট প্রভাব হচ্ছে ক্ষমতা, অর্থ এবং জবাবদিহিতার বিপজ্জনক মিশ্রণ, যা দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে বিশেষভাবে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রের পক্ষেও কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। সেই অর্থে এখনও বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ টিকে আছে কার্পোরেট সংস্থার আকারে এবং কর্পোরেট বাড়াবাড়ির হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ মানুষ কর্পোরেট স্বার্থের দাসে পরিণত হয়েছে।

এই গ্রন্থে বাণিজ্যিক ও রাজশক্তির মধ্যে সম্পর্ক এবং কর্পোরেশনগুলো কীভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে অথবা রাজনীতি কীভাবে বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষমতা ও অর্থ কীভাবে দুর্নীতি ছড়িয়ে দিতে পারে এবং বাণিজ্য ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পথ সৃষ্টি করে, এ গ্রন্থে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ড্যালরিম্পেল ইতিহাসবিদ নন, কিন্তু একজন ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিকের মতো গবেষণা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিকের মতো। ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয় ও চরিত্রগুলোকে তিনি গল্পের স্বচ্ছতায় সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ঘটনার মানবিক দিকের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বলে যুদ্ধবিগ্রহের মতো ভয়াবহ ঘটনা পাঠে পাঠক ক্লান্ত হয় না এবং ইতিহাসবিমুখ মানুষও তাঁর বর্ণনাশৈলীর গুণে ফেলে আসা দিনের কাহিনি পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাইতো ২০১৯ সালে 'এনার্কি' প্রকাশিত হওয়ার পর অন্যতম বেস্ট-সেলার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এখনও গ্রন্থটি অন্যতম পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়িত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৯ সালে যে ১০টি গ্রন্থ পাঠের সুপারিশ করেছেন সেই তালিকায় রয়েছে 'দি এনার্কি'। বোম্বের প্রডাকশন হাউজ 'রায় কাপুর ফিল্মস' এর প্রধান সিদ্ধার্থ রায় কাপুর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থানের ওপর ড্যালরিম্পেলের 'দি এনার্কি'-ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক ওয়েব সিরিজ তৈরির পরিকল্পনা করেছেন এবং এর স্বত্ব লাভ করেছেন। লেখক উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল কনসালট্যান্ট হিসেবে এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত থাকবেন।

লেখক হিসেবে উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পরিচিত। আমার অনুবাদে তাঁর 'সিটি অফ জ্বিনস', 'দি হোয়াইট মোগলস' ও 'দি লাস্ট মোগল' বাংলাভাষী পাঠকরা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আশা করি 'দি এনার্কি' পাঠকদের আরও বেশি আগ্রহী করবে বইটির বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে।

নিউইয়র্ক,
জানুয়ারি ১৪, ২০২১

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

# সূচিপত্র

আলোচিত ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহ ১৫
ভূমিকা ২৯
প্রথম অধ্যায় ৪৫
১৫৯৯ ৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ১১৩
যে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি ১১৩
তৃতীয় অধ্যায় ১৫৮
লুণ্ঠনের ঝাড়ুতে সর্বস্ব হরণ ১৫৮
চতুর্থ অধ্যায় ২০১
স্বল্প সামর্থ্যের এক যুবরাজ ২০১
পঞ্চম অধ্যায় ২৪৩
রক্তক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা ২৪৩
ষষ্ঠ অধ্যায় ২৮৯
দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত ২৮৯
সপ্তম অধ্যায় ৩৪২
জনহীন বিচ্ছিন্ন দিল্লি ৩৪২
অষ্টম অধ্যায় ৩৯৬
হেস্টিংসের ইমপিচমেন্ট ৩৯৬
নবম অধ্যায় ৪২৯
ভারতের মৃতদেহ ৪২৯
উপসংহার ৪৯৭

# আলোচিত ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহ

## ১. ব্রিটিশ

### রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হিসাবরক্ষকের অবস্থান থেকে তিনি তাঁর নজিরবিহীন ও ব্যতিক্রমী সামরিক দক্ষতার গুণে বাংলার গভর্নর পদে উন্নীত হন। বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী মিতবাক, কিন্তু প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী ও অমিত বিক্রম এই ব্যক্তি নিজেকে শুধু হিংস্র ও নিষ্ঠুর হিসেবেই প্রমাণ করেননি; বরং হিন্দুস্তানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে যোগ্য নেতা হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলেন। প্রতিপক্ষকে কাবু করতে তাঁর দৃষ্টি ছিল রাস্তার লড়াকুদের মতো; উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ওই সময়ের সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর মেধার জুড়ি ছিল না। ঝুঁকি গ্রহণে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী এবং শ্বাসরুদ্ধকর আক্রমণাত্মক স্পর্ধা ছিল তাঁর। তিনিই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

### ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮)

পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও ভাষাবিদ ওয়ারেন হেস্টিংস ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির প্রথম গভর্নর, বেঙ্গলের সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান এবং ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত মেয়াদে হিন্দুস্তানের প্রথম প্রকৃত গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল সহজ-সরল, পড়াশোনা করতেন এবং কঠোর

পরিশ্রমী ও কর্মপাগল লোক ছিলেন। ভারতের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল সীমাহীন। বেঙ্গলে তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর যৌবনে লড়াই করেছেন। কিন্তু ফিলিপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের পরিণতিতে তাঁকে দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত করা হয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁকে ইমপিচ করে। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর অবশেষে ১৭৯৫ সালে অভিযোগ থেকে চূড়ান্ত অব্যাহতি দেওয়া হয়।

## ফিলিপ ফ্রান্সিস (১৭৪০-১৮১৮)

আইরিশ বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ, পরিকল্পনাকারী ও বিতার্কিক, তাঁকে 'দ্য লেটারস অফ জুনিয়াস' (The Letters of Junius) গ্রন্থের লেখক এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধিতাকারী বলে ধারণা করা হয়। তিনি ভ্রান্তভাবে নিশ্চিত ছিলেন যে, বেঙ্গলে সংঘটিত যাবতীয় দুর্নীতির উৎস ওয়ারেন হেস্টিংস এবং নিজেকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে হেস্টিংসের স্থলাভিষিক্ত দেখতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি ১৭৭৪ সাল থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলেন। দ্বৈত-যুদ্ধে হেস্টিংসকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে বরং নিজের পাঁজরে বিদ্ধ পিস্তলের গুলি নিয়ে তিনি লন্ডনে ফিরে যান, যেখানে তাঁর আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর প্রধান বিচারপতি এলিজাহ ইমপে'কে ইমপিচ করে। শেষ পর্যন্ত দুজনই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।

## চার্লস কর্নওয়ালিস (প্রথম মার্কেস কর্নওয়ালিস ১৭৩৮-১৮০৫)

১৭৮১ সালে উত্তর আমেরিকার ইয়র্কটাউন অবরোধে আমেরিকান ও ফরাসি যৌথবাহিনীর কাছে ব্রিটিশ বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্নওয়ালিসকে ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করে সেখানে উদ্ভূত অরাজক পরিস্থিতি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। বিস্ময়কর ধরনের কর্মোদ্যমী প্রশাসক হিসেবে তিনি 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু করেন, যার ফলে বেঙ্গলে কোম্পানির ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। অ্যাংলো-মহীশূর যুদ্ধে তিনি টিপু সুলতানকে পরাজিত করার মূল ক্ষেত্র তৈরি করেন।

## রিচার্ড কোলে ওয়েলেসলি (প্রথম মার্কেস ওয়েলেসলি ১৭৬০-১৮৪২)

গভর্নর জেনারেল হিসেবে ওয়েলেসলি ভারতের যে পরিমাণ ভূখণ্ড অধিকার করেন তা ইউরোপে নেপোলিয়নের জয় করা ভূখণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক চেতনার প্রতি তিনি ঘৃণা পোষণ করতেন এবং তাঁর ফরাসি-প্রিয় বন্ধু বোর্ড অফ ট্রেড এর প্রেসিডেন্ট ডুন্ডাস এর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি চতুর্থ অ্যাংলো-মহীশূর যুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী ও সম্পদ ব্যবহার করেন। এই যুদ্ধে টিপু সুলতান নিহত হন এবং তাঁর রাজধানী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর ১৮০৫ সালে দ্বিতীয় অ্যাংলো-মারাঠা যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও হোলকারের বাহিনীকে পরাজিত করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি ভারত থেকে ফরাসি সেনাবাহিনীর শেষ ইউনিটসমূহকে ভারত থেকে বহিষ্কার এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণে উপমহাদেশের অধিকাংশ এলাকার ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

## কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলি (১৭৬৯-১৮৫২)

কর্নেল আর্থার ওয়েলেসলি মহীশূরের গভর্নর এবং দাক্ষিণাত্য ও মারাঠাদের নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান রাজনৈতিক ও সামরিক অফিসার ছিলেন। তিনি ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতানের সেনাবাহিনী ও ১৮০৩ সালে মারাঠা বাহিনীর পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি 'ডিউক অফ ওয়েলিংটন' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

## জেরাল্ড, প্রথম ভিসকাউন্ট লেক (১৭৪৪-১৮০৮)

লর্ড লেক নিজেকে আর্থারিয়ান বীর ল্যান্সলট লেক এর বংশধর বলে দাবি করতে পছন্দ করতেন। তিনি কূটনীতির ধার ধারতেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে বলা হয় চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একজনকে তিনি বলেন, "এসব চিঠি চালাচালি বন্ধ করো এবং যুদ্ধে মন দাও!" তাঁর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। তিনি সাত বছরব্যাপী যুদ্ধ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর যোদ্ধা হিসেবে ইয়র্কটাউনে জর্জ ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর তারুণ্যসুলভ উদ্যম ও প্রচণ্ড কর্মশক্তির জন্য খ্যাত ছিলেন। যুদ্ধের সময় প্রায়ই রাত দু'টায় ওঠে তাঁর নেতৃত্বাধীন

বাহিনীকে নিয়ে অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেন। তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করতো। তিনি ওয়েলেসলির অত্যন্ত সক্ষম প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং ১৮০৩ সালে তাঁকে উত্তর ভারতে মারাঠা বাহিনীকে পরাজিত করার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল।

### এডওয়ার্ড ক্লাইভ (প্রথম আর্ল অফ পোইস, ১৭৫৪-১৮৩৯)

রবার্ট ক্লাইভের পুত্র এডওয়ার্ড ক্লাইভকে বলা হতো 'ক্লাইভ অফ ইন্ডিয়া'। বিভিন্ন বিবরণীতে মাদ্রাজের গভর্নর হিসেবে তাঁকে অত্যন্ত নির্বোধ প্রশাসক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

## ২. ফরাসি

### জোসেফ-ফ্রাসোয়াঁ ডুপ্লেক্স (১৬৯৭-১৭৬৪)

ভারতে ফরাসি ভূখণ্ড ও স্থাপনাসমূহের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে তিনি তরুণ রবার্ট ক্লাইভের কাছে পরাজিত হন।

### মিশেল হোয়াচিম মেরি রেমন্ড (১৭৫৫-৯৮)

হায়দরাবাদে ফরাসি বাহিনীর ভাড়াটে সেনাপতি ছিলেন।

### জেনারেল পিয়েরে কুইলার-পেরোঁ (১৭৫৫-১৮৩৪)

পেরোঁ ছিলেন ফ্রান্সের প্রভাস অঞ্চলের এক তাঁতির পুত্র, যিনি সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীতে সবচেয়ে সফল সেনাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লি থেকে একশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত বিখ্যাত আলীগড় দুর্গে বাস করতেন। কিন্তু ভারতে তাঁর অর্জিত সম্পদ নিয়ে নিরাপদে দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোম্পানি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলে ১৮০৩ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব বাহিনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

# ৩. মোগল

## আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬১৮-১৭০৭)

নিরাসক্ত ও নির্মোহ এবং ধর্মীয় দিক থেকে গোঁড়া মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের দাক্ষিণাত্য জয়ের উচ্চাভিলাষের কারণেই সর্বপ্রথম মোগল সাম্রাজ্য ভারতের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং এই ব্যাপক বিস্তৃতির পরিণতিতে সূচিত হয় সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙন। তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিণতিতে সাম্রাজ্যের জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মোগলদের মিত্র রাজপুতদের থেকে বিচ্ছিন্নতা তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

## মোহাম্মদ শাহ রঙিলা (১৭০২-৪৮)

মোগল ঐতিহ্য, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন মোহাম্মদ শাহ রঙিলা প্রশাসনিক ব্যাপারে অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন এবং সামরিক বিষয়ে তাঁর মেধাহীনতার পরিণতিতে ১৭৩৯ সালে কর্নালের যুদ্ধে পারস্যের যুদ্ধবাজ নেতা নাদির শাহের কাছে তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। নাদির শাহ মোগল রাজধানী দিল্লি লুণ্ঠন করেন, তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান ময়ূর সিংহাসন, যে সিংহাসনে লুকানো ছিল কাহিনিতুল্য হীরক 'কোহিনুর'। মোহাম্মদ শাহকে শূন্য কোষাগারসহ ক্ষমতাহীন বাদশাহ এবং মোগল সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া ও ঐক্যবদ্ধ করার উপায়হীন ভঙ্গুর অবস্থায় রেখে নাদির শাহ তাঁর দেশ পারস্যে চলে যান।

## গাজী-উদ-দীন খান, ইমাদ-উল-মুলক (১৭৩৬-১৮০০)

ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত ছিলেন হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম নিজাম-উল-মুলকের নাতি গাজী-উদ-দীন খান, যার উপাধি ছিল ইমাদ-উল-মুলক। তিনি প্রথমে তাঁর পৃষ্ঠপোষক সফদর জং এর দিকে দৃষ্টি দেন এবং ১৭৫৩ সালে এক যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও অন্ধ করে দেন। এরপর ১৭৫৪ সালে তাঁর সম্রাট আহমদ শাহকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করেন। নিজের পরিবর্তে দ্বিতীয় আলমগীরকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে তিনি তাঁর পুত্র শাহ আলমকে আটক ও হত্যা করার চেষ্টা চালান এবং এক পর্যায়ে ১৭৫৯

সালে তাঁর নিজস্ব পুতুল সম্রাটকে ঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করেন। আফগান যুদ্ধবাজ নেতা নাজিব-উদ-দৌলার উত্থানের পর তিনি দিল্লিতে পালিয়ে যান। তাঁর স্থলে নাজিব-উদ-দৌলা দিল্লির দক্ষ শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন।

## দ্বিতীয় আলমগীর (১৬৯৯-১৭৫৯)

মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ছিলেন সম্রাট জাহান্দর শাহের পুত্র এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের পিতা। ১৭৫৪ সালে মোগল উজির ইমাদ-উল-মুলক দ্বিতীয় আলমগীরকে নামেমাত্র শাসন ক্ষমতায় বসান। চার বছর পর ১৭৫৯ সালে তাঁর আদেশেই দ্বিতীয় আলমগীরকে ফিরোজ শাহ কোটলায় হত্যা করা হয়।

## শাহ আলম (১৭২৮-১৮০৬)

সুদর্শন ও মেধাবী মোগল শাহজাদা শাহ আলম একের পর এক পরাজয় ও দুর্ভাগ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভয়াবহ সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মধ্য দিয়েও তিনি ব্যতিক্রমী দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। একজন অল্পবয়স্ক বালক হিসেবে তিনি নাদির শাহকে দিল্লিতে আসতে ও নগরী লুণ্ঠন করতে প্রত্যক্ষ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁকে হত্যা করার জন্য ইমাদ-উল-মুলকের প্রচেষ্টা এড়াতে সক্ষম হন এবং রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে কয়েক দফা লড়াইয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে তিনি বক্সার ও পাটনায় যুদ্ধ করেন। ক্লাইভকে এলাহাবাদের দেওয়ানি প্রদান করেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের মোকাবিলা করে দিল্লিতে ফিরে আসেন। পূর্বপুরুষের সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করতে মির্জা নজফ খানের সঙ্গে মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি প্রায় সফল হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর সাফল্য মরীচিকার মতো হারিয়ে যায় শেষ খ্যাতিমান মোগল সেনাপতি মির্জা নজফ খানের অকাল মৃত্যুতে। অবশেষে তাঁর সাবেক বিশ্বস্ত মানসিক বিকারগ্রস্ত গোলাম কাদির তাঁর ওপর হামলা চালান এবং তাঁর চক্ষু উৎপাটন করেন। তা সত্ত্বেও তিনি কখনো হাল ছাড়েননি। কিন্তু তাঁর টিকে থাকার চেষ্টা ক্ষণস্থায়ী ছিল। রোহিলাদের দ্বারা তাঁর পরিবারকে বিপর্যস্ত করা ও তাঁকে অন্ধ করে ফেলার পরও কি তিনি নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন? না। কল্পনাতীত প্রতিকূল অবস্থা এবং চরম অরাজক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি উচ্চমানের সংস্কৃতি চর্চা, কবিতা রচনা এবং কবি, বিদ্বজ্জন ও শিল্পীদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।